ভোরের কাগজ

তারিখ 11 APR 2003

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে

কাজী সাইফুদ্দিন অন্তি : বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরোনো গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৫ এপ্রিল টুঙ্গিপাড়ায় ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র ও ঘোষণা পত্রের মোড়ক উন্মোচন করবেন। গঠনতন্ত্রে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নাম পরিবর্তন, সাংগঠনিক পদ বিন্যাস নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনসহ সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পরিবর্তিত গঠনতন্ত্রে ছাত্রলীগ জাতীয় কার্যকরী সংসদের নাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এবং পূর্বতন জাতীয় পরিষদ (এনসি) বাতিল করে কেন্দ্রীয় কমিটি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ পূর্বের ১০১ সদস্যের পরিবর্তে ২০১ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে। সভাপতি একজন, সহ-সভাপতি ২১ জন, সাধারণ সম্পাদক একজন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ৭ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ৭ জন, সম্পাদক ১৮ জন, উপ সম্পাদক ১৮ জন, সহ-সম্পাদক ১৫ জন এবং ১১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ পরিচালিত হবে। পরিবর্তিত এই গঠনতন্ত্রে ৪টি নতুন সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো হলো, ধর্ম, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, গণ শিক্ষা এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক।

গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে এক কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর পরবর্তী ১ বছর সময়ের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে অন্যথায় পুরোনো কমিটির কার্যকারিতা লোপ পাবে। তবে বিশেষ বা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকাল ৩ মাস বর্ধিত করা যাবে।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ইউনিট হচ্ছে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ আর সর্বনিম্ন হচ্ছে ওয়ার্ড এবং উচ্চ বিদ্যালয়। ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড এবং বিদ্যালয় কমিটি ২১ সদস্য বিশিষ্ট হবে। শুধুমাত্র সিটি করপোরেশন ওয়ার্ড হবে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট। জেলা কমিটি হবে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট। প্রথমবারের মতো ঢাকায় আইন কলেজগুলো নিয়ে একটি আইন জেলা শাখা গঠনের জন্য ও গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে।

ছাত্রলীগের মোট ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে একজন চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। তারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন। প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা থেকে ২৫ জন কাউন্সিলর, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে

● শেষের পাতার পর

সকল সদস্য তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। পরিবর্তিত গঠনতন্ত্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইংরেজী সংক্ষেপ বিএসএল পরিবর্তিত হয়ে বিসিএল করা হয়েছে।

এছাড়া সংগঠনের ঘোষণাপত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক উজ্জীবন ও দেশরত্ন শেখ হাসিনার ভিশন এবং সংগঠনের মৌলিক বিষয়গুলো উঠে এসেছে। ঘোষণাপত্রে বাঙালির গর্বিত ইতিহাস ও আধুনিকতার প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে। এতে আধুনিক বাংলাদেশ এবং মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের করণীয় সম্পর্কে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে।

পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র সম্পর্কে গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র উপ-পরিষদের আহবায়ক এবং ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান বলেন, বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ের সঙ্গে তাল রেখে একটি আধুনিক যুগোপযোগী গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে পরিবর্তন এনে তা সময় উপযোগী করে তৈরি করার জন্য ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমানকে আহবায়ক এবং প্রশান্ত ভূষণ হড়য়াকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র উপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ ৩ মাস কাজ করে পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুর কাছে হস্তান্তর করে। সূত্র জানায়, লিয়াকত, বাবু ইতিমধ্যে তা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে জমা দিয়েছেন।